তারাদের কথা

ফের বিয়ে করবেন রুবিনা? কিন্তু কাকে?

বিগ বস সিজন ১৪ থেকে চ্যাম্পিয়নের মুকুট পরে ঘরে ফেরেন রুবিনা দিলায়েক। এবার দ্বিতীয়বার বিয়ের পরিকল্পনা করছেন তিনি। শুধু তাই নয়, রুবিনা এবার 'ডেস্টিনেশন ওয়েডিং' করবেন বলেও মন্তব্য করেন। বিগ বসের ঘর থেকে বেরনোর পর সলমনের শোয়ের নতুন চ্যাম্পিয়ন জানান, দ্বিতীয় বিয়ের ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন তিনি। তবে সেই দ্বিতীয় বিয়ে করবেন অভিনবের সঙ্গেই। পুরোটাই মজার ছলে নিজের মত প্রকাশ করেন রুবিনা।

বঙ্গ ভঙ্গ

বঙ্গ ভেঙে ভাগবাঁটোয়ারা চলছে। না না। রাজ্য নয়। ইন্ডাস্ট্রি। তা নিয়ে রঙ্গও বড় কম নয়। সেই রসকথায় **মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়**

চিরঞ্জিৎ যখন প্রথম শুনেছিলেন খবরটা, যারপরনাই চমকে উঠেছিলেন। স্বগতোক্তির স্বরে বিড়বিড় করে বলেছিলেন—'ওর কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল'!

রুপোলি কেরিয়ারের মধ্যগগনে ইন্ডাস্ট্রির এমন জনপ্রিয় নায়ক প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দিয়ে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন, এ নজির বাংলায় তখনও বিশেষ নেই যে। তিনি নিজেও এসেছেন। তবে কেরিয়ারের সায়াহ্নে।

আর দেব! একের পর এক সুপারহিট ছবির ধামাকা সত্ত্বেও কিনা রাজনীতিতে! আসলে সেই ৬–৭ বছর আগেও সময়টা আলাদা ছিল। বিনোদন ইন্ডাস্ট্রি আর রাজনীতির সমীকরণটাও খানিক পৃথক ছিল। তাই দেবের সিদ্ধান্তটা সময়ের নিরিখে বড় বেশি বিস্ময়কর। কারণ তাঁর আর কোনও 'গতি' নেই, এমন তো নয়!

'যার নেই কোনও গতি, তার আছে রাজনীতি'। এ দর্শন অবশ্য এখন আর নতুন কিছু নয়। জাঁকিয়ে বসেছে বহুদিন। বরং নতুন হল ইন্ডাস্ট্রিওয়ালাদের রংবদলের দৌড়। ঝানু রাজনীতিকদের থেকেও অনেক বেশি দ্রুত বদলে যেতে পারছেন তাঁরা। বক্স অফিসে একটা ছবিতেও তরঙ্গমাত্র তুলতে ব্যর্থ যাঁরা, দলবদলের হিড়িক আর প্রচারে তাঁরাই সবার আগে। ঘাসফুলের মাননীয় মন্ত্রীকুল টিআরপি দেখে (তেমনই প্রচার) যে তারকা সাম্রাজ্যকে নিজেদের ছাতার নীচে টেনে এনেছিলেন, সেখান থেকে বেঁচেবর্তেও গিয়েছিলেন কজন। স্বাভাবিক, তাঁদের 'পারফরমেন্স' কম। অনেকটা আইপিএল নিলামের মতো আর কি!

তা সেই হরেদরে বেঁচে যাওয়া পর্দাপ্রাণেরা সবজে হতে না পেরে কমলা হয়ে গেলেন। একেবারে প্রথম দিককার সিরিজ (যদিও তখনও ওটিটি সিরিজের এমন রমরমা জন্মায়নি)। রূপা গাঙ্গুলি, লকেট চট্টোপাধ্যায়দের মতো রাজনীতির প্রথম সারির মানুষদের কথা বলছি না। বরং হিসেবনিকেশি 'আদর্শবাদী'দের পাল্লা জমতে শুরু করার পরই বাংলার ঘরোয়া চিড়টা ফাটল হতে লাগল। রূপাঞ্জনা, কাঞ্চনা, রূপা ভট্টাচার্য, লামা, ঋষি কৌশিকদের ব্রিগেড টালিগঞ্জকে ভাগাভাগি করল শুরুতেই। সে নিয়ে অবশ্য কম জল ঘোলা হল না। তবে কিনা মৃণাল সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়দের মতো নক্ষত্রদের 'কব্জায়' আনতে না পেরে যে রাজ্যে ফিল্মি তালিকা থেকে ছুড়ে ফেলার রীতিটা 'সরকারি', সে রাজ্যে সবই সম্ভব!

তবে এও সই। নীরস রাজনীতিসর্বস্ব গেরুয়া মঞ্চ যতদিন না গ্ল্যামারের ঘাঁটিতে আলাদা করে হাত বাড়াতে পেরেছে, ততদিন অবধি সময়টা এতখানি ভাগবাঁটোয়ারার ছিল না। গেরুয়া রাজনীতিতে বাংলার গ্ল্যামারপোঁচ অগ্নিমিত্রা। আর তাঁর পর থেকেই বুলিসর্বস্ব মঞ্চের পাশাপাশি একটা দেখনদারি মঞ্চও সমানভাবে জরুরি হয়ে পড়ল।

প্রশাসনিক রক্তচোখ বা সুযোগ–সুবিধের চাপে স্থানীয় বিনোদনের পাঁচিলে ইঁদুরের দাঁত বসানো অত সহজ নয়! প্রথম ব্রিগেডের প্রভাবও সতীর্থদের টলাতে পারেনি (ওই যে, টিআরপি ফ্যাক্টর)।

তাহলে উপায়? পাকা ছাদের তলায় ঠিক কারা নড়বড় করছেন, তার খোঁজ। অভিনয়ের টানে যে ইন্ডাস্ট্রি ঐক্যবদ্ধ নয়, তার মূলে কুঠার মারা তো অতি সহজ। আবার লকডাউনের জিগিরে মাসের পর মাস অভিনয়টাই বন্ধ! তাই বাছাবাছির সুযোগ কিছু কম ছিল না। আর এই বাছাবাছিতেই বেরিয়ে এলেন তাঁরা, যাঁরা সবুজ টিয়া থেকে চক্ষুশূল হয়ে সবুজ লঙ্কা হয়ে গেছেন।

সেই দলবদলের মূল কাণ্ডারী রুদ্রনীল ঘোষ। তৃণমূল সরকারের তৈরি করা এক (আকাশকুসুম) কমিটিতে শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে সত্তর থেকে আশিহাজারি মনসবদারি 'হেলায়' ফেলে আবারও 'আদর্শ' বদল করে বসলেন। তারপর থেকেই কেমন চড়বড় করে ভাঙন ধরতে শুরু করে দিল এদিক–সেদিক। দেবলীনা দত্ত কেনই বা হঠাৎ দুর্গানবমীর দিন গোস্ত রান্নার কথা বললেন, সে তিনিই জানেন। গল্পচ্ছলেই বোধহয়। তারপর আবার সায়নী ঘোষও দেবতাটেবতা নিয়ে ঘোর 'বিধর্মী' লেখালেখি শুরু করে ফেললেন (চিত্রনাট্য না পেলে যা হয়)। আরও অবাককাণ্ড, যাদের মুখ থেকে খুনের হুমকি অবধি পেয়ে বসলেন, তাদের মুখপাত্রকেই জন্মদিনের শুভেচ্ছা!

বক্স অফিসের অঙ্কে কাঁচা হলেও টালিগঞ্জ ভাঙা–জোড়ার হিসেবটা বেশ ভালোই বুঝছে।

নইলে নিজের দক্ষতায় একটিও ছবির বাজার না ধরতে পারলেও ঠিক কাকে ধরে প্রচারে ওঠা যায়, সে হিসেবটা করতে পারেন, এমন 'নায়ক'ও কিনা টালিগঞ্জ 'ভেঙে' দেওয়ার জোর দেখান!

নুসরতকে ঘিরে যশের ওঠাবসা নিয়ে বাংলা বিনোদন–লিখিয়েদের অর্ধেক নিউজপ্রিন্টই খরচা হয়ে গেছে। ঠিক তার পরেই কিনা তৃণমুল সাংসদের 'বিশেষ' বন্ধু গিয়ে বসলেন পদ্মপাতায়! নুসরত–বিহারের সূত্র ধরে তিনি তো আজকাল বেশ জনপ্রিয়। (সে তাঁর সাকুল্যে তিন–চারটি ছবি ভরাডুবি না–হয় হয়েইছে!)

ওদিকে যশের আগুপিছু পদ্মমোদী পাপিয়া অধিকারী, কৌশিক, সৌমিলি, শর্মিলা, 'হিরো হিরণ' (এ ডাকটি মীরের) প্রভৃতি নামেদের টিআরপি আর কেউ ভুলক্রমেও খোঁজেন কি?

ওই যে, 'যার নেই কোনও গতি, তার আছে রাজনীতি'। তবু প্রসেনজিতের মতো মুখ—সে তাঁকে বিনা নোটিসে রাতারাতি চলচ্চিত্র উৎসবের নিয়ামক থেকে যতই সরিয়ে দেওয়া হোক না কেন, কমলায় গা ভাসাবেন না কখনওই। কেন? তিনি যে প্রকাশ্য সবুজও ছিলেন না কোনওদিন।

রাজ, পরম, দেব, নুসরত, মিমি, অরিন্দম, জুন, সোহমদের অজস্র নামের পাশে প্রসেনজিৎ আজও তাই 'বঙ্গ ইন্ডাস্ট্রি'। সবুজ–গেরুয়ার মধ্যবর্তী।

আর বাকি ব্রিগেড? 'বঙ্গ ভঙ্গ'।

কবে মুক্তি পাচ্ছে শাহরুখের পাঠান?

জোরকদমে চলছে যশরাজ ফিল্মসের 'পাঠান' ছবির শুটিং। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই ছবিতে অভিনয় করছেন শাহরুখ খান, দীপিকা পাড়ুকোন, জন আব্রাহাম। সলমন খানকেও দেখা যাবে একটি বিশেষ চরিত্রে। যশরাজ ফিল্মসের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যে কটা ছবি তৈরি হচ্ছে, 'পাঠান' তার মধ্যে অন্যতম। এই ছবির মাধ্যমে কয়েক বছর পর বলিউডে কামব্যাক করছেন শাহরুখ। ২০১৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল তাঁর 'জিরো' ছবিটি। মুখ থুবড়ে পড়েছিল বক্স অফিসে। তারপর দীর্ঘদিন কাজের বাইরে ছিলেন তিনি। বেশকিছু চিত্রনাট্য পড়ার পর বেছে নিয়েছেন 'পাঠান'। দ্রুত গতিতে ছবির কাজ এগোলেও এ বছর ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। জানা গেছে, ২০২২ সালে দর্শকদের সামনে আসবে অ্যাকশান ছবিটি।

প্রসঙ্গত, সোমবার গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ায় দেখা গেল শাহরুখ খানকে। কালো পোশাক পরেছিলেন তিনি। মুখে বাঁধা ছিল মাস্ক, মাথায় পনিটেল। পাপারাৎজিদের ক্যামেরায় ধরা পড়েন সুপারস্টার।

অধ্যয়নের ভুয়ো মৃত্যু সংবাদ, আদালতে যাবেন শেখর সুমন

হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ে অধ্যায়ন সুমনের ভুয়ো মৃত্যু সংবাদ। শোনামাত্র মুহূর্তে ভেঙে পড়েন অভিনেতা শেখর সুমন। ছেলের আত্মহত্যার খবর পেয়ে হুহু করে কাঁদতে শুরু করেন তাঁর স্ত্রী। কেন এইভাবে ছেলের মৃত্যুর ভুয়ো খবর দেওয়া হল, তা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবেন শেখর। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে যাতে সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন, সেই বিষয়েও তিনি আবেদন করবেন বলে জানান অভিনেতা।

ঠিক কী ঘটেছে ঘটনাটি?

শেখর সুমনের ছেলে অধ্যায়ন 'আত্মহত্যা' করেছেন, সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমের তরফে এমন খবর প্রকাশ করে টুইট করা হয়। ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে পাগল হয়ে যান তাঁরা। স্ত্রীকে থামাতে পারছিলেন না। নিজে কী করবেন, তাও বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

প্রসঙ্গত ওই সময় অধ্যায়ন দিল্লিতে ছিলেন। কোনও কারণে তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। ফলে কী হয়েছে, বুঝতে পারছিলেন না। পরে জানতে পারেন, ছেলে সুস্থ আছে। প্রসঙ্গত, ছেলে আয়ুষ সুমনকে হারানোর পর থেকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত শেখর সুমন এবং তাঁর স্ত্রী অলকা। বর্তমানে অধ্যায়নকে নিয়েই তাঁরা বেঁচে রয়েছেন। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে যখন তাঁরা বেঁচে রয়েছেন, সেই সময় তাঁকে নিয়ে কীভাবে এ ধরনের ভুয়ো খবর ছড়ানো হল, তা নিয়ে ফুঁসে ওঠেন শেখর সুমন।

প্রসঙ্গত, বলিউডে পা রাখার পর কঙ্গনা রানাওয়াতের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান অধ্যায়ন সুমন। এমনকী, কঙ্গনা 'কালো জাদু' করেন বলেও বিভিন্ন সময় অভিযোগ করতে শোনা গিয়েছে অধ্যায়নকে। যা নিয়ে একসময় বিস্তর বিতর্ক শুরু হয়।

কঙ্গনার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠলেও, বলিউডের সঙ্গে মাদকচক্রের যোগ নিয়ে 'কুইন' যখন সুর চড়িয়েছিলেন, তখন প্রাক্তনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অধ্যায়ন।

বিরাট কোহলির ঘরে কী 'বিরাট' ব্যাপার?

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি আর তাঁর স্ত্রী অনুষ্কাকে নিয়ে অবাক করা খবর দিলেন শরণদীপ সিং। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন এই নির্বাচক কিং কোহলির পরিবারের একেবারে হাঁড়ির খবর দিয়েছেন।

শরণদীপ কী বলছেন শুনবেন? দেশের সেরা সম্পদশালী ক্রিকেটার হওয়া সত্ত্বেও বিরাট একেবারে মাটির মানুষ। শুধু তাই নন, তিনি সকলের সঙ্গে সমানভাবে মেশেন। তাঁকে যদি একেবারেই কেউ না দেখে থাকেন, তাহলে তাঁর বাড়িতে গৃহকর্তার ভূমিকায় বিরাটকে দেখে কেউ বুঝতেই পারবেন না যে, ইনিই আসলে কিং কোহলি।

অবশ্য এই অবধি বললেও না–হয় হত। এরপর যে খবরটি শুনিয়েছেন শরণদীপ, তা আরও আশ্চর্যের। বিরাট আর অনুষ্কার বাড়িতে আপনি যদি অতিথি হয়ে যান, তাহলে চমকটা নিজেই দেখতে পাবেন।

কাজের পাহাড়ে তাপসী

নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই তাপসী পান্নুর। এবার নতুন ছবি শুরু করছেন। তাঁর বিপরীতে 'স্ক্যাম ১৯৯২' খ্যাত অভিনেতা প্রতীক গান্ধি। আর্শাদ সৈয়দ পরিচালিত এই ছবির প্রযোজনা করছেন সিদ্ধার্থ রয় কাপুর। ছবির নাম 'উয়ো লেড়কি হ্যায় কাঁহা'। এক সাক্ষাৎকারে তাপসী বলছেন, আর্শাদ আমার জন্য যে চরিত্রটি তৈরি করেছেন, একেবারে অন্যরকম। চরিত্রটি যতখানি শক্তিশালী, ততখানিই বিনোদনের। সিদ্ধার্থ রয় কাপুরের মতো এমন দক্ষ প্রযোজকের সঙ্গে কাজ করতে পারাটা যে কারও পক্ষে আশীর্বাদ। আর প্রতীকের অভিনয় আমার ভীষণ ভালো লেগেছে।

তাপসী এই চলতি সময়ের ব্যস্ততম তারকা নিঃসন্দেহে। তাঁর হাত এখন ভর্তি। 'রশমি রকেট', 'লুপ লপেটা', 'হসিন দিলরুবা', 'দোবারা', 'শাবাস মিঠু'র মতো ছবি হাতে রয়েছে তাপসীর।

কেমন দেখতে করিনার দ্বিতীয় সন্তান?

রবিবার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন করিনা কাপুর খান। একথা কাকপক্ষীতেও জানে। সুখবরটি নিয়ে সরগরম পেজ থ্রির পাতা। তবে, জন্মের পর থেকে এখনও পর্যন্ত দেখা মেলেনি তৈমুরের ছোট্ট ভাইয়ের। তাই করিনার ছেলেকে কেমন দেখতে হয়েছে, তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সদ্যোজাতকে নিয়ে মুখ খুললেন রণধীর কাপুর। করিনার বাবা জানান, জন্মের পর সব বাচ্চাকেই তাঁর একরকম মনে হয়। তবে করিনার দ্বিতীয় সন্তানকে বাবা, মায়ের মতো দেখতে হয়নি। সদ্যোজাতকে তার দাদা তৈমুরের মতো দেখতে হয়েছে।

জানা গেছে, ভাইয়ের জন্মের পর উচ্ছ্বসিত তৈমুর আলি খান। ছোট্ট ভাইয়ের সঙ্গে সে খেলবে, সময় কাটাবে, এইসব ভেবে তৈমুর খুব খুশি বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। কোভিডের আঁচ এড়িয়ে যাতে প্রত্যেকে সুস্থ থাকেন, তার জন্য সইফ আলি খান পিতৃত্বকালীন ছুটি নিয়েছেন। ছুটি কাটিয়ে তবেই তিনি ফের শ্যুটিং ফ্লোরে ফিরবেন বলে জানা যাচ্ছে।

বিগ বসে এবার আমজনতা?

রবিবার ছিল বিগ বস সিজন ১৪–র গ্র্যান্ড ফিনালে। চ্যাম্পিয়ান হলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুবিনা। তিনি পেলেন ৩৬ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রাইজ মানি। রানার্স আপ হয়েছেন গায়ক রাহুল বৈদ্য। আলো ঝলমলে এই আসরে উপস্থিত ছিলেন ধর্মেন্দ্র, নোরা ফাতেহি, রীতেশ দেশমুখ প্রমুখ। তাঁদের জবরদস্ত পারফরম্যান্স জমিয়ে দেয় আসর। নোরার সঙ্গে নেচে ওঠেন সলমনও। বিগ বস সিজন ১৫ সম্পর্কে সলমন বলেন, সাধারণ মানুষও অডিশনের মাধ্যমে অতিথি হিসাবে আসতে পারেন বিগ বসের ঘরে। থাকবেন সেলিব্রিটিরাও।

তাঁর কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে, বিগ বসের পরের সিজিনেও সঞ্চালনা করবেন বলিউড সুপারস্টার। যদিও কয়েকদিন আগে তিনি পারিশ্রমিক বাড়ানোর কথা বলেছেন। মনে করা হচ্ছে, চ্যানেল কর্তৃপক্ষ মেনে নেবে সলমনের দাবি।

নেটফ্লিক্সে ধনুষের ছবি

দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা ধনুষের আসন্ন তামিল ছবি 'জাগামে থান্দিরাম' মুক্তি পাবে নেটফ্লিক্সে। কার্তিক সুব্বারাজ পরিচালনা করেছেন ছবিটি। তিনি জানিয়েছেন, ছবিটি আমি মনপ্রাণ ঢেলে বানিয়েছি। ছবির চিত্রনাট্য আমার হৃদয়ের কাছাকাছি। নেটফ্লিক্সের মাধ্যমে ১৯০টি দেশে পৌঁছে যাবে আমার ছবি।

কবে মুক্তি পাবে ছবিটি, জানা যায়নি। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ভারতের পাশাপাশি বলিউডের বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেন ধনুষ।

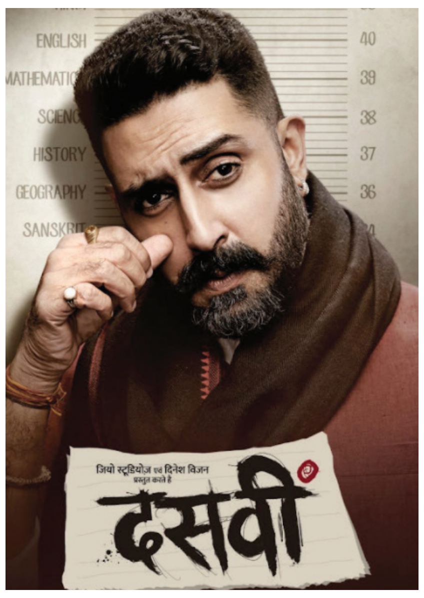

ফেল্টু মুখ্যমন্ত্রীর ফার্স্ট লুক

গঙ্গারাম চৌধুরিকে দেখেছেন? যদি না দেখে থাকেন, তো দেখে নিন। না না। সুকুমার রায়ের গঙ্গারাম নন। ইনি মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গারাম। এসএসসি ফেল। তা পরীক্ষায় ফেল করেছেন তো কি। রাজনীতিতে পাস।

একেবারে ভিন্ন ঘরানার বিষয় নিয়ে 'দাসবি' তৈরি করেছেন পরিচালক তুষার জলোটা। সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কোথায়, চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে এ ছবি।

গঙ্গারাম চৌধুরির চরিত্রে অভিষেক বচ্চন। সামনে এল তাঁর ফার্স্ট লুক। অভিষেকের সঙ্গে আছেন ইয়ামি গৌতম আর নিমরত কৌর।

এছাড়াও অভিষেক আসছেন 'বব বিশ্বাস' হয়ে। তাঁর পরের ছবি 'বিগ বুল'–এর প্রচারও শুরু হবে শীঘ্রই।

অভয়–মাহি জুটি

পাক্কা বারো বছর পর। অভয় দেওলের সঙ্গে পর্দা ভাগ করে নিচ্ছেন মাহি গিল। তাঁদের শেষবারের মতো একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল 'দেব ডি' ছবিতে। এবার যুদ্ধের পটভূমিতে আধারিত এক ওয়েব সিরিজে অভয়ের সঙ্গে থাকছেন মাহি। সিরিজটির নাম '১৯৬২: দ্য ওয়ার ইন দ্য হিলস'। এই সিরিজে মেজর সুরজ সিংয়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন অভয়। তাঁর স্ত্রী শগুনের চরিত্রে মাহি।

তাঁর প্রথম নায়ক অভয়ের সঙ্গে আবার ক্যামেরা ভাগ করে নিতে পেরে মাহি উচ্ছ্বসিত। বলছেন, অনেক আগে থেকেই অভয়ের সঙ্গে আরও একটা কাজ করার সুযোগ খুঁজছিলেন। মহেশ মঞ্জরেকর পরিচালিত এই ওয়েব সিরিজটিতেই যে প্রথমবার জলপাই জগৎ দেখবেন মাহি, এমনটা নয়। তাঁর পরিবারের প্রিয়জন সেনার জীবন কাটিয়েছেন। কাজেই সেই জীবন সম্পর্কে মাহির স্পষ্ট ধারণা আছে। তাঁর শগুন চরিত্রটির মতো তিনিও জানেন, সেনার জীবনে কর্তব্য আগে, আর বাকি সব পরে।

টিম তারাদের কথা মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, অংশুমান চক্রবর্তী, সায়ন্তী মণ্ডল, রমাপদ পাহাড়ি ফেসবুক পেজ www.facebook.com/taraderkatha